Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VIII, Issue-I, July 2019, Page No. 01-08
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

রূপকথার উত্তরাধিকার : রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দ

অজয় কুমার দাস
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়, চৈতন্যপুর, হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর

Abstract

Fairytale (Rupkatha) is the treasures of Bengal and the Bengalees. The eternal tune of affection of Bangladesh is echoed in fairytales. Fairytale is not totally unreal; our down to earth social reality is reflected in fairytales. Fairytale is oral literature. It is still unknown when the first fairytale was composed. Fairytale is supposed to be the pathfinder of a novel. It is not only the story of King-queen, Prince-princess, conversion field and monster-demon. There are hatred for wives, love and affection for children in fairytales. Children are given most priority here. Most famous edition of fairytales are– 'Thakurmar Jhuli' and 'Thakurdadar Jhuli' by Dakshinaranjan Mitra Majumdar.

In Bengali Poetry, the poets have used fairytales to show the excellency of poetry. The tradition and succession of fairytales is followed up in Bengali Poetry. Rabindranath succeded to Kalidas. And in Bengali Poetry Rabindranath has been succeeded by Jibanananda. Both Rabindranath and Jibanananda have shown their excellency in using fairytales in their poetry. In many of his poems from 'Kari O Komal' and 'Sonar tari', Rabindranath Tagore has used fairytale as a mirror of modern society. Long-forgotten past obsessed with fairytale and a feeling of nostalgia have been found in many of Jibanananda's poems. In 'Rupasi Bangla', he has painted the excellency of fairytale through the beauty of Bangla. Rabindranath and Jibanananda have rebuilt the excellency of fairytale in their poetry.

Key Notes: Oral literature, realistic portrayal of society, priority of children, love and nostalgia.

।। এক ।।

কবে যে প্রথম রূপকথা সৃষ্টি হয়েছিল কে জানে? আমাদের ঐতিহ্য জেগে আছে রূপকথায়। বাঙালি হৃদয় যে কত সরল, নির্মল এবং পবিত্র ছিল রূপকথাগুলিতেই তার পরিচয় মেলে। কালের সে আবিলতা তখনও বাঙালি জীবনে ভর করে নি। সেই স্মৃতির ক্ষীণধারা নানা বন্ধুর পথে, নানা বিষমতায় সমাজবাহিত হয়ে আসে। সেই সেকাল - পুকুর ভরা মাছ, গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গোরু- হারিয়েছি আমরা। একদিকে বিশ্বায়নের প্রভাব অন্যদিকে অসম রেঁনেসার তীক্ষ্ণ নখর- বাঙালি হারিয়েছে অনেক কিছু, শেষ নির্মল হৃদয়ের পবিত্রতাটুকুও। সেই পল্লি - কুটীরের গৃহকোণ, ঠাকুরমার সরস স্নেহসিক্ত স্বর, উদ্বেলিত শিশু, মিটিমিটি প্রদীপ, রাজপুত্রের পক্ষীরাজ ঘোড়া, তেপান্তরের মাঠ, সুয়োরাণীর দুরু দুরু হৃদয়, আমাদের মৃত্তিকালগ্ন বাস্তবতায় অনুক্ষণ জেগে থাকে।

সেই রূপকথার পুরাতনী স্মৃতি বৌদ্ধিক বীক্ষণে স্রষ্টা সংক্রমিত করে দেন একাল মথিত হৃদয় খোঁড়া সাহিত্যে। আমাদের নানামুখী বাস্তবতায় শুষ্ক ধর্ম ও তত্ত্ববর্জিত এই জীবনকথা নানান বেদনা উত্তাপে জাতির বিস্মৃত জঠর থেকে সাহিত্যের অঙ্গনে চিরত্ব লাভ করে। সেই দূরাগত অন্তর্বেদনা সাহিত্যে নবমূর্তি লাভ করে। বাংলা সাহিত্যের প্রশস্ত লীলাভূমিতে রূপকথা চর্চা কম হয় নি। অবশ্যই বুদ্ধিমান অভীক্ষায়।

ভারতীয় সাহিত্যে কালিদাসের উত্তরাধিকার বহন করেছেন রবীন্দ্রনাথ। আর বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের যথার্থ উত্তরাধিকারী জীবনানন্দ। রবীন্দ্রনাথ এবং জীবনানন্দ দুই কবির কবিতায় রূপকথা এসেছে। দুই কবির কবিতাকে শ্রীমণ্ডিত করেছে রূপকথা।

।। দুই।।

ঐতিহ্য রবীন্দ্র কবিতায় আশ্চর্য যাদুশক্তিতে রূপান্তরিত। রূপকথার ব্যবহারে কবিতা রহস্যময়, বাঞ্জনময় এবং সৌন্দর্যময় হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রকাব্য সাধনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লোকসাহিত্যের এই শাখা সজাগ এবং সঞ্চরমান ছিল। রবীন্দ্র নির্মাণে রূপকথার সংশ্লেষজাত বিনির্মাণ এই সৃষ্টিকে শুধু বিশোষিত নয়, অপরূপ কাব্য লাবণ্যে শোভিত করে। অবশেষ আলোয় ডুবু ডুবু অস্তায়মান সূর্যের গোধূলি ছটায় "কড়ি ও কোমল"- এর উত্তরণভূমিতে রবীন্দ্রনাথ টাপুর টুপুর বৃষ্টির শব্দ শোনেন। রূপকথার ব্যবহার মহৎ স্রষ্টার কাব্যভুবনে চিরন্তন হয়ে রইল।

"বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর" কবিতায় কবি লিখেছেন-
'ও পারেতে বৃষ্টি এল, ঝাপসা গাছপালা।
এ পারেতে মেঘের মাথায় একশো মাণিক জ্বালা।
বাদলা হাওয়ায় মনে পড়ে ছেলেবেলার গান
বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদেয় এল বান। [১]

মেঘের গুরু গুরু ডাকে বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে রূপকথার অশরীরী নায়িকা মনোজগতের বৃহত্তর অরণ্যে যখন দূরতর হয়ে যায়, তখন কবিও বুঝি অভিমানী হয়ে ওঠেন-

"মনে পড়ে সুয়োরাণী দুয়োরাণীর কথা,
মনে পড়ে অভিমানী কঙ্কাবতীর ব্যথা।
মনে পড়ে ঘরের কোণে মিটিমিটি আলো,
একটা দিকের দেয়ালেতে ছায়া কালো কালো।

.....
তারি সঙ্গে মনে পড়ে মেঘলা দিনের গান-
বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান"। [২]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৃষ্ট কঙ্কাবতীকে বাস্তবের রূঢ় রৌদ্রালোকে স্নান করান নি। বুদ্ধদেব তার কঙ্কাকে শঙ্কা করতে মানা করেন, আর আমাদের কঙ্কা দূরবর্তী বাস্তবতায় মত বদল করেন। রবীন্দ্র হৃদয় টলমলে নয়, বিশ্বাস রাখেন। কালো কালো ছায়া, টুপ্ টুপ্ বৃষ্টি, পরিবেশের শ্রী ও সৌন্দর্যের নানামুখী স্বয়ম্বরে কবি প্রশ্ন করতে মানা করেন। মনে করেন সুয়োরাণী দুয়োরাণীর বৈরিতা, অনুভব করেন কঙ্কাবতীর ব্যথা। এ ব্যথা শুধু কঙ্কাবতীর নয়, শুধু রবীন্দ্রনাথের নয়, শতেক যুগের কবিদের হৃদয় ঐশ্বর্যের শতেক বেদনার শতকিয়া।

রবীন্দ্রকাব্যে রূপকথার অখন্ড প্রসার। ভাবে অনুভূতিতে এবং স্মৃতি-সত্তায়। 'কড়ি ও কোমল'-এর উপকথা, শিশু কাব্যের 'সাত ভাই চম্পা, 'বীরপুরুষ', 'রাজার বাড়ি', 'নৌকাযাত্রা', 'ছুটির দিনে', খোকার রাজ্য', 'লুকোচুরি', 'সোনার তরী' কাব্যের 'বিম্ববতী', 'রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে', 'নিদ্রিতা', 'সুপ্তোত্থিতা', 'কণিকা' কাব্যের 'চুরি-

নিবারণ', 'কল্পনা' কাব্যের 'জুতা- আবিস্কার', 'খেয়া' কাব্যের 'সব পেয়েছির দেশ', 'পলাতকা'র আসল', 'শিশু ভোলানাথ'-এর, 'বুড়ি', 'সময়হারা', 'জ্যোতিষী', 'সাত সমুদ্রের পারে', 'খেলাভোলা', 'রাজা ও রাণী', 'ইচ্ছামতী', 'দুয়োরাণী', 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থের 'যাত্রা', 'মহুয়া'র 'সাগরিকা', 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থের 'রাজপুত্র' প্রভৃতি অজস্র কবিতায় রবীন্দ্রনাথ রাজপুত্রের মতই বন্দিনী রাজকন্যার স্বপ্নকে আকূল আকাঙ্ক্ষায় ভাষা দিয়েছেন।

মধুমালা, পুষ্পমালা, মালঞ্চমালা, কাঞ্চনমালা, শঙ্খমালাদের রবীন্দ্রনাথ আত্মস্থ করেন। রবীন্দ্র সৃষ্টির দ্বীপভূমিতে কল্পনার মোহময়ী রাজকন্যেরা বর পাবেন না, তা হতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথের 'বিম্ববতী' কবিতা 'ঠাকুরমার ঝুলি'র 'শীত বসন্ত' গল্পের প্রবৃত্তি ও ঈর্ষার রূপচিত্র। বিম্ববতী ও রাজপুত্রের সর্ববিঘ্নজয়ী প্রেম শাশ্বত কালের পটভুমিতে প্রত্যক্ষ।

"মরিতে দেখেছি তারে আপন সম্মুখে,
কার প্রেমে বাঁচিল সে সতিনের মেয়ে," [৩]

পুরানো রূপকথার নতুন বিন্যাস, একটি মানবী মনের স্বাস্থ্যোজ্জ্বল প্রেম-সৌন্দর্য অসাধারণ কাব্যব্যঞ্জনায় সিক্ত। প্রবৃত্তি এবং ক্রুরতা জয়ী হতে পারে নি। এই একালে সেই শুদ্ধশীল পবিত্রতার সুবাতাস আর নেই। ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠীর একক কিংবা যুথবদ্ধ অপরাধ সভ্যতার অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায় কখনো কখনো। অমানব পাশববৃত্তি ব্যক্তি মননে ও সমাজে নানা রূপে আসে। আমাদের অপ্রাপ্তি আর প্রাপ্তি জনিত হতাশাই কি 'বিম্ববতী' কবিতার রাণীর প্রকৃতি ও ঈর্ষাজনিত দাহের প্রতীকরূপ। রূপকথার কালে এই অসহ প্রবৃত্তিগত অপরাধ সর্বজয়ী হতে পারে নি। বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী রবীন্দ্রনাথ সংশয়ী ছিলেন- 'পথে পথে গুপ্তসর্প গূঢ়ফণা'।[৪] আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সংশয়ী অভিমানী রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসও ভেঙে যায়- 'মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ'।[৫] বিশ্বাস হারানোর এই বেদনা বিশ্বাসে স্থিত বাক্যে বিশ্বাসের প্রতি প্রশ্নচিহ্ন এনে দিয়েছে। রূপকথার যুগে মানুষে মানুষে সম্পর্ক ছিল স্বাভাবিক, রাণী কোটালিনীকে সম্বোধন করে স্নেহপূর্ণ ভাবে কোটালিনী দিদি বলেন। ধনী দরিদ্রের ব্যবধান থাকলেও মানুষে মানুষে সহজ সম্পর্ক ছিল। রূপকথা খুব টানত রবীন্দ্রনাথকে। ভৃত্য রাজকতন্ত্রের শুকনো খাঁচায় ডুবে যাওয়া শৈশবে পিতামহীর সেই করস্পর্শ পেতেন না রবীন্দ্রনাথ। চাকর, দারোয়ান, দাস দাসীরাই সামান্য রূপকথা শুনিয়ে তার শিশুমনকে তৃপ্ত রেখেছিল। অজস্র কবিতায় কবির সেই অন্য অনুভব কথান্তর প্রতিধ্বনিত হয়। রবীন্দ্রনাথ শ্রী দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'পুষ্পমালা' অবলম্বনে পাঠককে উপহার দিলেন রূপকথার আশ্চর্য গন্ধবাহী- 'রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে' কবিতাটি। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার লিখেছেন–

"কোটালের ঘরে কোটালের ছেলে, রাজার ঘরে রাজকন্যা
দিনে দিনে বাড়ে।
একজন চন্দনের পুতুল,
একজন ফুলের প্রতিমা।
.....
এই রকমে পাঁচ পাঁচ বছর যায়।
পঞ্চম বয়স হ'তে কন্যা পুষ্পমালা,
রাজা দিল পাঠশালা।

বারো বৎসর পর, একদিন, লিখিতে পড়িতে রাজকন্যার হাতের কলম খসিয়া কোটালপুত্রের আসনের কাছে পড়িয়া গেল।

রাজকন্যা বলিলেন,- 'কোটালপুত্র। কলমটি তুলে দাও'। কিছু না বলিয়া, সেই প্রথম রাজকন্যার দিকে চাহিয়া, আস্তে, কোটালপুত্র, কলম তুলিয়া দিল।

একি ! সেই দিন থেকে রাজকন্যার হাতে কলম আর থাকে না, রোজ খসিয়া পড়িয়া যায়। রাজকন্যা কিছু বুঝিতে পারেন না"।[৬]

রবীন্দ্রসৃষ্টিতে অবশ্য কোটালপুত্র 'রাজার ছেলে'। আধুনিক কাব্য পরিণতির কথা মনে রেখে কাহিনীর প্রয়োজনীয় সংস্কার করেছেন তিনি। -

"রাজার ছেলে যেত পাঠশালায়,
রাজার মেয়ে যেত তথা।
দুজনে দেখা হত পথের মাঝে,
কে জানে কবেকার কথা"।[৭]

কবিতাটি শেষ হয়েছে ঐতিহ্য আর রোমান্টিকতার মধুর রসসিক্ত নিসর্গে-

"রাজার মেয়ে কার দেখিছে মুখ
রাজার ছেলে কার হাসি
বাদর ঝর ঝর, গরজে মেঘ
পবন করে মাতামাতি।
শিখানে মাথা রাখি বিথান বেশ,
স্বপনে কেটে যায় রাতি"।[৮]

এমন অজস্র কবিতায় রবীন্দ্রনাথ রূপকথার চেনা জগতকে বহির্বিশ্বের কর্মধারার সঙ্গে যুক্ত করেছেন। এই আলোকতপ্ত পৃথিবীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আধুনিক পাঠককে অনন্তকালের আহ্বানধ্বনি শুনিয়েছেন। স্বভাবতই কবিতায় 'ঢেউয়ে ঢেউয়ে পরীর নাচন', 'যেতে যেতে নদীর তীরে', 'ব্যঙ্গমা আর ব্যঙ্গমীরে', রাজপুত্র তেপান্তরে পথ হারিয়ে ফেলে। শুধু তাই নয়, আমাদের কথা দিয়েও কথা না রাখতে পারার বন্দিনী প্রিয়ার অস্তিত্ব অনুভব করি তার কবিতায়-

"কথার মধ্যে রূপকথা।
ভুলেছি প্রিয়ার মধ্যে আছে সেই নারী,
যে থাকে সাত সমুদ্রের পারে,
সেই নারী আছে বুঝি মায়ার ঘুমে,
যার জন্য খুঁজতে হবে সোনার কাঠি"।[৯]

রূপকথা যে রূপক হতে পারে, আমাদের চিরচেনা পৃথিবীকে বিচিত্রতর অভিনিবেশে গ্রহণ করতে পারে, কবিতার নন্দনতত্ত্বে অতিরিক্ত ডাইমেনশন দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বাঙালির স্মৃতিবিজড়িত মানসস্বাস্থ্যকে ফিরিয়ে আনলেন নতুন সৃষ্টির দীপালোকে।

।। তিন ।।

ঐতিহ্য জীবনানন্দের আইডেনটিটি। এক ক্লান্ত অবসন্নতা ইতিহাসের নানা বাঁকে হানা দিয়েছে জীবনানন্দের কবিতায়। তিনি বাংলা রূপকথার যোগ বিয়োগ মিলিয়ে প্রেমের আইডিয়াকে প্রতীকায়িত করলেন মায়াজাল জড়ানো শঙ্খমালায়।

শুধু 'রূপসী বাংলা' তেই এরকম অতীত আততি নয়, কাব্য জীবনের প্রায় শুরুতে 'ধুসর পাণ্ডুলিপিতেই রূপকথা এসেছিল হৈমন্তিক ধূসরতা নিয়ে-

"চোখের দেখার হাত ছেড়ে দিয়ে সেই আলো হ'য়ে আছে স্থির ;
পৃথিবীর কঙ্কাবতী ভেসে গিয়ে সেইখানে পায় ম্লান ধূপের শরীর;"[১০]

নগরায়নের চোরাবালি, বধ্যভূমিতে হৃদয়ের বিশল্যকরণী যখন কালামেঘের তিক্ত স্বাদে বিবিক্ত হয়ে ওঠে, জীবনের সেই 'অদ্ভুত আঁধারে' বিক্ষত জীবনানন্দ ক্ষতের উপশম খোঁজেন রূপকথার অশরীরী চরিত্রগুলোতে। বাঙালির সত্তায় স্মৃতিতে একীভূত আলো আঁধারী অবাস্তব চরিত্রগুলো হয়তো সত্য নয়, কবি কল্পনায় তা একান্তই সত্য ছিল। আধুনিক সভ্যতার শববাহী বিষন্নতা থেকে আভূমি প্রসারিত বিশ্বাসের বিন্দুতে স্থির থাকেন তিনি। -

"পৃথিবীর শঙ্খমালা নারী সেই-
আর তার প্রেমিকের ম্লান
নিঃসঙ্গ মুখের রূপ,
বিশুষ্ক তৃণের মত প্রাণ,
জানিবে না কোন দিন জানিবে না;
কলরব ক'রে উড়ে যায়
শত স্নিগ্ধ সূর্য
ওরা শাশ্বত সূর্যের তীব্রতায়"। [১১]

জীবনানন্দের কবিতায় প্রকৃতি যেন কন্যারূপিনী। ধীরগামী সন্ধ্যা কন্যার এলোকেশী চুলের সমস্ত বিশ্বসত্তাকে গ্রহণ করে।–

"বাংলার নীল সন্ধ্যা- কেশবতী কন্যা যেন এসেছে আকাশে :
আমার চোখের 'পরে আমার মুখের 'পরে
চুল তার ভাসে।"[১২]

আকাঙ্ক্ষার কঙ্কাবতী। শিশিরে ভেজা কচি কচি সবুজ ঘাসে মিশে আছে তার সোঁদা গন্ধ। অতএব পৃথিবীর রূপ খোঁজার দরকার নেই। কবি গল্প বলবেন, সে গল্প 'হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগানো'র মতই বিষন্ন স্মৃতিভারাতুর।

এক নীল নীলাভ ব্যথা কবির হৃদয় মুক্ত হয়ে নীল আকাশে মিলে যাচ্ছে যেন। মহাপৃথিবীর 'শঙ্খমালা' রূপকথার শরীরী সীমানা পেরিয়ে কবির মানসভূমির উর্বর বনবিতানে মিশে যাচ্ছে। বনলতার লতাবেষ্টিত সীমানা পেরিয়ে কবিমানসীর জায়গা নেয় শঙ্খমালা।

"ঠাকুরদাদার ঝুলি'র "শঙ্খমালা" রূপকথায় দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার লিখেছেন-

"রাজা যে মোহনলাল, 'চেৎ নাই ভেৎ নাই', ভেড়ার পাল হারাইয়া তীর ধনুক ফেলিয়া, রাজা তপস্যায় গেলেন। - আর কি?

মা নিয়া, ঠাকুর- মা নিয়া, শঙ্খসাধু পিতা নিয়া, নীল রাজা রাজ্য করেন। একবার ডঙ্কা বাজে রাজপুরে আর একবার ডঙ্কা বাজে সাধুর পুরী দহের পারে।

কালিদহের যত পাখী- তখন ঝাঁকে ঝাঁকে কলরব করিয়া মনের সুখে উড়িয়া বেড়ায় দহের ঢেউয়ে সাঁতার কাটে, পরম সুখে খায়। এক প্রসন্ন মমতাসিক্ত আনন্দিত অভিনিবেশে গল্প শেষ হচ্ছে। জীবনানন্দের কবিতা পরিবেশে শঙ্খমালা সেই মেঘমুক্ত আকাশ। মহারহস্যের মত বিষন্ন পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে কবি। শঙ্খমালাকে ফিরয়ে আনেন রূঢ় জীবন বৈপরীত্যের অনুষঙ্গে। নাক্ষত্রিক চেতনার কবি নক্ষত্রের পরাহত স্মৃতি কুহেলিকায় শঙ্খমালাকে গ্রহণ করেন। ধরা দেন শঙ্খমালা–

"কড়ির মতন সাদা মুখ তার,
দুইখানা হাত তার হিম;
চোখে তার হিজল কাঠের রক্তিম
চিতা জ্বলেঃ দখিন শিয়রে মাথা শঙ্খমালা যেন পুড়ে যায়
সে আগুনে হায়
চোখে তার
যেন শত শতাব্দীর নীল অন্ধকার;
স্তন তার
করুণ শঙ্খের মতো- দুধে আর্দ্র- কবেকার শঙ্খিনীমালার;
এ পৃথিবী একবার পায় তারে, পায় নাকো আর"[১৪]

অন্যমনে কবি একাত্ম হয়ে যান রূপকথার কথা শরীরে। হাজার বছরের পথহাঁটা কিংবা বেহুলার ডিঙায় ভাসতে ভাসতে কবি ঐতিহ্যের সরণী বেয়ে স্থির হন আদিম রাজকুমারের মুখোমুখি। রূপকথা শোনান সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পেরিয়ে আসা স্বপ্নের রাজকুমারকে। 'কড়ি শঙ্খের পাহাড়ে' কোন এক 'শঙ্খবালিকার ধূসর কথা' [১৫] মনে হয়। কবি লিখেছেন- "সেখানে হলুদ শাড়ি লেগে থাকে রূপসীর শরীরের পর -। শঙ্খমালা নাম তার" [১৬]।

ঐতিহ্যের এই বাতায়ন অনুরাধা, রোহিনী, ঊষা, অনিরুদ্ধের স্বেচ্ছা বিবেচনার অতীত ধূসরতা পেরিয়ে যায়। রূপকথার শঙ্খমালা, কঙ্কাবতীর উজ্জ্বল আলোর অনুভবে জীবনানন্দের কবিতা শরীরে আশঙ্কার গোখুরে নির্মাণের বদলে তীক্ষ্ণ অতীত চারণের ব্যথিত সোঁদা গন্ধ বাঙালির নিঃশেষ স্মৃতিকে জীবন্ত করে তোলে।

তথ্যসূত্র :

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ
বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর (কবিতা)
শিশু (কাব্যগ্রন্থ)
রবীন্দ্ররচনাবলী (পঞ্চম খন্ড)
বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলি- ১৭
১২৫ তম রবীন্দ্রজন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ। পৌষ- ১৪০২, পৃঃ ৪৪
**[কবিতাটি 'রবীন্দ্ররচনাবলী'তে 'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থ থেকে বর্জিত। গ্রন্থ পরিচয়। পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৪]
২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৪৫
৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ
বিম্ববতী (কবিতা)
সোনার তরী (কাব্যগ্রন্থ), রবীন্দ্ররচনাবলী (দ্বিতীয় খন্ড),
বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলি- ১৭
১২৫ তম রবীন্দ্রজন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ। পৌষ- ১৪০২, পৃঃ ১২
৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ
নববর্ষের আশীর্বাদ (৪৫ সংখ্যক কবিতা)
বলাকা (কাব্যগ্রন্থ)
রবীন্দ্ররচনাবলী (ষষ্ঠ খন্ড)

বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলি- ১৭
১২৫ তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ। পৌষ- ১৪০২, পৃঃ ২৯৬
৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ
সভ্যতার সংকট (প্রবন্ধ)
রবীন্দ্ররচনাবলী (ত্রয়োদশ খন্ড)
বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলি- ১৭
১২৫ তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ। পৌষ- ১৪০২, পৃঃ ৭৪৪
৬. মিত্র মজুমদার, শ্রীদক্ষিণারঞ্জন
পুষ্পমালা (রূপকথা)
ঠাকুরদাদার ঝুলি
মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা- ৭৩
ঊনবিংশ সংস্করণ, ১৪০৮, পৃঃ ১১০ - ১১৩
৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ
রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে (কবিতা)
সোনার তরী (কাব্যগ্রন্থ)
রবীন্দ্ররচনাবলী (দ্বিতীয় খন্ড)
বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলি- ১৭
১২৫ তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ। পৌষ- ১৪০২, পৃঃ ১৪
৮. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫
৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ
১৯ সংখ্যক কবিতা
শেষ সপ্তক (কাব্যগ্রন্থ)
রবীন্দ্র রচনাবলী (নবম খন্ড)
বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলি- ১৭
১২৫ তম রবীন্দ্রজন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ। পৌষ- ১৪০২, পৃঃ ৬৫
১০. দাশ, জীবনানন্দ
মৃত্যুর আগে (কবিতা)
ধূসর পান্ডুলিপি (কাব্যগ্রন্থ)
জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা
ভারবি, ১৩/১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কলিকাতা- ৭৩, সেপ্টেম্বর- ১৯৮৮, পৃঃ ১৮
১১. দাশ, জীবনানন্দ
সিন্ধু সারস (কবিতা)
মহাপৃথিবী (কাব্যগ্রন্থ)
জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা
ভারবি, ১৩/১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কলিকাতা- ৭৩, সেপ্টেম্বর- ১৯৮৮, পৃঃ ৬৮
১২. দাশ, জীবনানন্দ
আকাশে সাতটি তারা (কবিতা)

রূপসী বাংলা (কাব্যগ্রন্থ)
জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা
ভারবি, ১৩/১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কলিকাতা- ৭৩, সেপ্টেম্বর- ১৯৮৮, পৃঃ ৪৩ - ৪৭
১৩. মিত্র মজুমদার, শ্রীদক্ষিণারঞ্জন
শঙ্খমালা (রূপকথা)
ঠাকুরদার ঝুলি (গ্রন্থ)
মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা- ৭৩
ঊনবিংশ সংস্করণ, ১৪০৮, পৃঃ ৩৭০
১৪. দাশ, জীবনানন্দ
শঙ্খমালা (কবিতা)
মহাপৃথিবী (কাব্যগ্রন্থ)
জীবনানন্দের শ্রেষ্ঠ কবিতা
ভারবি, ১৩/১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কলিকাতা- ৭৩, সেপ্টেম্বর- ১৯৮৮, পৃঃ ৭২ - ৭৩
১৫. দাশ, জীবনানন্দ
রূপসী বাংলা- ১৩ সংখ্যক কবিতা
জীবনানন্দ দাশের কাব্যসমগ্র
এস. বি. এস- পাবলিকেশন
৩০/১, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা- ৯, ১৪২৩, পৃঃ ১৭০
১৬. দাশ, জীবনানন্দ
রূপসী বাংলা- ২৮ সংখ্যক কবিতা
পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৭৮